



272976 - শটৌচকার্যে ব্যবহৃত পানি পশোবরে রাস্তা দয়িে প্ৰবশে করে বরেয়িে যাওয়া

প্ৰশ্ন

আমি অনলাইনে ইসলামিকি ওয়েবসাইটে বশে কিছু ফতোয়া পড়ছে যিগেলোর মতাদ্দাকথা হলো, শটৌচকার্যে পানি যদি পশোবরে রাস্তা দয়িে ঢুকে আবার বরে হয়, তাহলে এটি নাপাক এবং এটি অযু ভঙে দয়ে। বিষয়টি আমাকে খুব দুশ্চিন্তায় ফলে দয়িছে। কারণ আমি গোসল বা শটৌচকার্য করার সময় লক্ষ্য করি যিে কিছু পানি আমার পুরুষাঙগরে ছদির দয়িে ঢুকে সেখানে থেকে যায়। তারপর সেখান থেকে বরে হয়। এতে কোনোটো সন্দহে নহে। বরং এটি শতভাগ নিশ্চিতি বিষয়। আমি একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেসা করছেলাম। তিনি আমাকে জানয়িছেলিনে যিে এটি মূত্রনালতিে প্ৰবশে করে না। অর্থাৎ পানি শুধু পুরুষাঙগরে ছদিরই ঢুকে থাকে। কনি্তু সটৌ মূত্রনালতিে ঢুকে না। তাছাড়া আমি লক্ষ্য করছে যিে আমার পুরুষাঙগরে ছদির সবসময় স্কিত থাকে। সটৌ শটৌচকার্য ও গোসলরে সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ও। অনকে গবষণা করে এবং একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেসা করার মাধ্যমে আমি জানতে পরেছে যিে, পুরুষাঙগরে ভতেররে দকিে একটা শ্লম্বৈমকি ঝল্লি রয়ছে যটৌ এই জায়গাকে রক্ষণাবেক্ষণরে জন্য এই স্কিততা নিরুগত করে। মুখরে ভতেররে লালার মতই এর অবস্থা। এই স্কিততা নিয়িে আমার বনিদুমাত্র দুশ্চিন্তা নহে। কারণ এটি পুরুষাঙগরে ছদির থেকে বরে হয় না। কনি্তু সমস্যা হলো এই স্কিততা মূত্রনালতিে থাকে। অর্থাৎ নাপাকরি স্থানে। গোসল অথবা শটৌচকার্য করার সময় কিছু পানি পুরুষাঙগরে ছদিরে ঢুকে যায়। ফলে এই স্কিততার সাথে মশিে যায়। আমার প্ৰশ্নরে দুটি অংশ: প্ৰথমতঃ গোসল অথবা শটৌচকার্য করার সময় পুরুষাঙগরে ছদির দয়িে যিে পানি ঢুকে সটৌ কি পুরুষাঙগরে ভতেররে থাকা যিে স্কিততার উপর দয়িে পশোব প্ৰবাহতি হয়ছে সটৌরি সাথে মশিে যাওয়ার কারণে নাপাক?! দ্বিতীয়তঃ এটা কি বলা সম্ভব যিে, পুরুষাঙগরে ছদির দয়িে যিে পানি প্ৰবশে করে বরে হয় না, সটৌ অযু ভঙে দয়ে না। যহেতু এটি মূত্রনালতিে প্ৰবশে করে না; কেবেল পুরুষাঙগরে ছদিরে প্ৰবশেরে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে?! অর্থাৎ অযু ভাঙার ক্ষতেরে কি মূত্রনালি বিবিচেয়; নাকি পুরুষাঙগরে ছদির?!

প্ৰয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

যিে ব্যক্তি তার মূত্রনালতিে পানি অথবা তলে অথবা অন্য কিছু প্ৰবশে করানোর পর সটৌ বরেয়িে গছে সে পানি নাপাক হয়ে যাবে এবং তা অযুকে নষ্ট করবে।



ইবনে কুদামা রাহমিহুল্লাহ বলেন: “যদি তার মূত্রনালতি ফোটো ফোটো করে তলে ঢুকায় তারপর সটে বেরিয়ে যায়, তাহলে তার অযু ভঙে যাবে। কারণ এটি পশোবেরে রাস্তা দিয়ে বেরে হয়েছে। আর প্রত্যকে সক্তিতার সাথেই নাপাকি থাকে; যা অযু ভঙে দেয়। যমেনভাবে কবেল নাপাকি বেরে হলে অযু ভঙে যায়।”[সমাপ্ত][আল-মুগনী (১/১২৫)]

এ কথা সবে কষতেরে প্রযোজ্য হবে যখন পানি ভতেরে কোনে কছিত্তে প্রবশে করবে; যখন সটে বেরে হওয়াটা পশোবেরে রাস্তা দিয়ে বেরে হওয়া বলে গণ্য হবে।

আর যদি পুরুষাঙগেরে সম্মুখভাগেরে পবতির ছদ্রিততে প্রবশে করে; ভতেরে না যায় তাহলে (পবতিরতায়) প্রভাব ফলেবে না।

আর আপন্যা উল্লেখ করছেন সটে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ছাড়া আর কছিত্তে নয়। কারণ পশোবেরে রাস্তার ভতেরে পানি প্রবশে করা অসম্ভব, যদি ব্য়কতজিরে করে সটে প্রবশে না করিয়ে থাকে!!

যদি ধরে নেয়া হয় যে, এমনটি ঘটছে, তাহলে আপনি গোসল করার পর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সরে পানি দিয়ে শৌচকার্য করে নবিনে। পুরুষাঙগেরে অগ্রভাগ পানি দিয়ে ধুয়ে নবিনে। ঘাটাঘাটা ও খোঁজাখুঁজি করবনে না। এর বশে কছিত্তে করার দায়িত্ব আপনার উপর নহে। অন্যথায় আপনি আপনার মনরে ভতের ওয়াসওয়াসার দরজা খুলে দলিনে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়া রাহমিহুল্লাহ ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (২১/১০৬) বলেন: ‘ফোটো ফোটো (পশোব) বেরে করে পুরুষাঙগ পরীক্ষা করা ও এ ধরনেরে যাবতীয় কাজ বদিত। মুসলমি উম্মাহর ইমামদেরে কাছে এগুলো ওয়াজবি নয়, মুস্তাহাবও নয়। বরং বশিদুধ মত অনুসারে পুরুষাঙগ নাড়াচাড়া করাও দেয়া বদিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বধান প্রদান করনেন।

অনুরূপভাবে টেপেটেপে পশোব বেরে করাও বদিত। এর বধিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করনেন। এ সংক্রান্ত হাদীসটি দুর্বল, যার কোনে ভিত্তি নহে। পশোব স্বাভাবিকভাবেই বেরে হয়। পশোব শেষে হলে স্বাভাবিকভাবে এর প্রবাহ থমে যায়। এর তুলনা করা যায় ওলানরে সাথে। ওলানকে ছেড়ে দলে দুধ শুকিয়ে যাবে। আর দোহালে দুধ বেরে হবে।

মানুষ যত বার তার পুরুষাঙগ খুলবে, ততবার এর থেকে পশোব বেরে হতে থাকবে। সবে এটা বর্জন করলে কছিত্তে বেরে হবে না। কখনও তার কাছে মনে হতে পারে কছিত্তে বেরে হয়েছে, এটি ওয়াসওয়াসা।

কখনও কটে তার পুরুষাঙগেরে অগ্রভাগে কছিত্তে শীতলতা অনুভব করে মনে করতে পারনে যে, যে কছিত্তে বেরে হয়েছে; অথচ কোনে কছিত্তে বেরে হয়নি।

পশোব মূত্রনালির অগ্রভাগে সঞ্চিত ও স্থতি থাকে, ফোটায় ফোটায় বেরিয়ে পড়ে না। পুরুষাঙগ, গোপনাঙগ বা ছদ্রিটি কোনে পাথর, আঙুল বা অন্য কছিত্তে দিয়ে নড়িড়ানো হলে সক্তিতা বেরিয়ে আসে। এটা করাও বদিত। স্থতি এই পশোব পাথর



বা আঙুল বা অন্য কোনোটো কিছু দিয়ে বরে করার প্রয়োজন নহে, যবে ব্যাপারে সকল আলমে একমত। বরং যতবার বরে করা হবে ততবার নতুন কিছু বরে হবে। কারণ এটি সর্বদা চুইয়ে পড়ে। পাথর দিয়ে শটোকার্য করাই যথেষ্ট, পানি দিয়ে পুরুষাঙগ ধৌত করা লাগে না। যনি শটোকার্য করছেন তার জন্য পুরুষাঙগে পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। যখন তিনি সিক্ততা অনুভব করবনে তখন তিনি বলবনে যে, এটি ঐ (ছিটিয়ে দেওয়া) পানি থেকে এসছে।'[সমাপ্ত]

দুই:

পুরুষাঙগ পবতির করার পর পুরুষাঙগে ওপর যে পানি থেকে যায় সটো পবতির। কারণ নাপাককি পবতির করার পর নাপাক থেকে বচ্ছিন পানি পবতির।

তনি:

শটোকার্য করার পর আপনার করণীয় হলো আভ্যন্তরীণ পোশাকে পানি ছিটিয়ে দেওয়া। এরপর কোনোটো সিক্ততা পলে তখন সটোক ঐ পানি হিসেবে ধরে নবনে।

ইবনে মাজাহ (৪৬৪) বরণনা করনে: জাবরে রাদয়াল্লাহু আনহু বলনে: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম অযু করে তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন।”[শাইখ আলবানী তার সহীহু ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহহি বলছেন]

ইবনে কুদামা রাহমাহুল্লাহ বলনে: “ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য পুরুষাঙগ ও পায়জামায় পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব।

হাম্বল বলনে: আমি আহমদকে জিজ্ঞেসা করছেলাম: আমি অযু করতে গিয়ে নাপাক থেকে পবতির হই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আমি আবার নাপাক হয়ে গিয়েছি। তিনি বললনে: তুমি যখন অযু করতে চাইবে তখন নাপাক থেকে পবতির হবে এবং এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তোমার পুরুষাঙগে ওপর ছিটিয়ে দবি। এই ভাবনার দকি ভ্রুক্ষেপে করবে না। ইনশা আল্লাহ এটি চলবে যাবে।”[সমাপ্ত][আল-মুগনী (১/১১৫)]

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া (৪/১২৫) গ্রন্থে রয়েছে: “হানাফী, শাফয়ী ও হাম্বলীরা বলনে: ব্যক্তি পানি দিয়ে শটোকার্য সম্পাদন করার পর তার জন্য মুস্তাহাব নজি পুরুষাঙগ ও পায়জামায় কিছু পানি ছিটিয়ে দেওয়া; যাতো ওয়াসওয়াসা বন্ধ করা যায়। এমনকি তার মনে যদি কোন সন্দহের উদ্রকে হয়, তাহলে সিক্ততাকে ঐ ছিটিয়ে দেওয়া পানি হিসেবে গণ্য করবে যতক্ষণ না এর বপিরীত কিছু নশ্চিতিভাবে প্রমাণিত হয়।”[সমাপ্ত]

আপনার প্রশ্ন থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে আপনি ‘ওয়াসওয়াসা’ রোগে আক্রান্ত। মহান আল্লাহ আপনাকে স্বীয় অনুগ্রহ দিয়ে এর থেকে সুস্থতা দান করুন। আপনি সাধ্যমত এই ওয়াসওয়াসা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করুন এবং আল্লাহর কাছে এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। আমরা আপনাকে উপদশে দবি যনে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখোন।



কেননা ওয়াসওয়াসা অন্যান্য রোগের মতই একটি রোগ। আপনি যদি এর চিকিৎসায় চিকিৎসা শাস্ত্রের পাশাপাশি দোয়া-  
বুকইয়া এবং আচরণগত চিকিৎসা গ্রহণ করেন, তাহলে সটে আপনার জন্য উত্তম এবং এই রোগ থেকে আপনার সুস্থতার  
জন্য অধিক আশাপ্রদ, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।